টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

বহরমপুরে ছাত্র পরিষদের ৮ম রাজ্য-সম্মেলন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বহরমপুর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—**শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঃ** পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৮ম রাজ্য সম্মেলনে পঃ বঙ্গ ছাত্র পরিষদ। আজ সম্মেলনের শেষ দিনে সার্কাস ময়দানের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র ঐ সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, পঃ বঙ্গকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক এবং যুগের উপযোগী করে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে—এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র পরিষদের নতুন সংগ্রামের পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীমৈত্র আগামী দিনের সংগ্রামে ছাত্র পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আনসার সাহেব বামপন্থী দলগুলির তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, এঁরা কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং এদের দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শোষণমুক্ত কৃষক-শ্রমিক ঃ পঃ বঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুদীপ ব্যানার্জী বলেন, "অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্র পরিষদ আজ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। পঃ বঙ্গের মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, সুতরাং গালভরা ভাঁওতা দিলেই চলবে না—কাজ করতে হবে। যুবকদের হতাশা দূর করতে, শোষণের হাত থেকে কৃষক শ্রমিককে মুক্ত করতে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসকে সামিল হতে হবে। "গ্রামে চলো" আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে। কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে যদি কোন জোতদার কৃষকদের শোষণ করে তা'হলে 'গ্রামে চলো' আন্দোলনে যাবার আগে রাস্তায় টেনে এনে ঐ জোতদারদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। সততা এবং নিষ্ঠাকে পাথেয় করে আমাদেরকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশগঠনে এগিয়ে যেতে হবে। যুব কংগ্রেস এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপায়ণের জন্য আন্দোলনে নামবেন।"

ছাত্র পরিষদে কোন বিভেদ নেই ঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং সংসদ সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেন যে, আজকের এই সমাবেশ রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সামনে আজ দুর্দিন—অন্ধ্র, সংকট—ওড়িশা এবং চক্রান্ত—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। চক্রান্তকারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেন যে, পুঁজিপতিদের সাহায্যে ছাত্র পরিষদকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যদি চলে তা'হলে সেই অন্যায়কে কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না। পঃ বঙ্গের শিক্ষাকে যাঁরা বাঁচিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছাত্র পরিষদ অন্যতম। সংবাদপত্রের সমালোচনা করে শ্রীদাসমুন্সী বলেন যে, ছাত্র পরিষদে কোন বিভেদ নেই—ছাত্র পরিষদ অটুট। সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে তিনি বর্ত্তমান বিচারব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে তৈরী করার আহ্বান জানান। তা না হলে বর্ত্তমান বিচার-ব্যবস্থায় সমাজের দুর্নীতি কোনদিন দূর করা সম্ভব হবে না।

অর্থনীতিতে সমতা আনাই আমাদের লক্ষ্য ঃ কেন্দ্রীয় যোজনা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া বলেন, "ছাত্র পরিষদের কর্মপন্থাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই আমি সুদূর বোম্বাই থেকে এখানে ছুটে এসেছি কেন না ছাত্র পরিষদই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে পেরেছে। স্বাধীনতালাভের পর থেকেই পঁচিশ বৎসর ধরে আমরা গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছি—তাই 'পরিকল্পনা' কথাটি গণতন্ত্রে অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে। পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনীতিতে সমতা আনাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষিত বেকারদেরকে চাকরির আশা ছেড়ে কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হবে এবং এই ঝুঁকির মোকাবেলার জন্য ৩ হাজার

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সেতুর দাবীতে

বহরমপুর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—আমাদের পত্রিকায় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় উপরিলিখিত শিরোনামায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে যে, গত ২৪-২-৭৩ তারিখ বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজ্য সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীএ, বি, এ, গণি খান চৌধুরীর কাছে এক ডেপুটেশনে উক্ত দাবীর কথা জানান। শ্রীচৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে জানিয়েছেন।

সর্ব্বে ভ্যা দেবেভো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ বাজেটের 'দেহি দেহি' ॥

বাজেটের দ্বিমুখী অভিযান অতি সন্নিকট। প্রাক-বাজেট অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বসাইয়া উন্নয়নের জন্য এই সব অভিযান। তাই 'অত্যন্ত কঠিন বৎসর' বলিয়া জনগণকে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সরকার—প্রতি বৎসর বাজেট পেশ করিবার পূর্বে জনগণকে আশ্বাস দেন; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের উল্লেখ করিয়া আরও বেশী আর্থিক সংস্থান করিতে চাহেন। আগামী আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গবাসী কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেটের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ভার ছাড়াও কেন্দ্রীয় রেলবাজেটের বর্দ্ধিত যাত্রীভাড়া দিবেন, দিবেন পরিবহণ মাশুল। রাজ্যসরকারের আগামী বার্ষিক যোজনায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় সাহায্য ও রাজ্যের আর্থিক যোগানে ৭৪ কোটি টাকা পাওয়ার কথা, বাকি ১৪ কোটি টাকা তুলিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই চৌদ্দ কোটি আসিবে অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া। ইহার বেশির ভাগই বিক্রয় করের হার বৃদ্ধি করিয়া হইবে বলিয়া জানা যাইতেছে।

রেলের যাত্রীভাড়া বাড়িতেছে; বাড়িতেছে পরিবহণ মাশুল বিভিন্ন কাঁচামালে। পূর্বে কাঁচামালের মাশুল বৃদ্ধির পরিণতি জিনিসের অস্বাভাবিক দাম। কয়লার মাশুল বাড়ায় কয়লার দাম বাড়িল। তেমনি খইল, সার, লৌহ, ইস্পাত, কাগজ, আখ, রেড়ীবীজ, সিমেণ্ট প্রভৃতির দাম একই কারণে বাড়িবে। ইহাদের বিক্রয় দরুণ রাজ্য সরকারের বসান বিক্রয় কর ও সার চার্যের ফলে এমন কোন জিনিস ১৯৭৩-৭৪ এ থাকিবে না যাহার দাম লাফাইয়া বাড়িবে না। কারণ ব্যবসায়ীরা নিজের পকেট হইতে একটি পয়সাও দিবে না। দিতে হইবে সাধারণ মানুষকেই।

রেলমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস—যাত্রী-ভাড়া (তৃতীয় শ্রেণীরও) এবং কাঁচামালের (খাদ্য-শস্য, ডাল, নুন, কেরোসিন বাদে; সমাজতান্ত্রিক মনের পরিচয়) মাশুল বাড়িলেও জনগণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

প্রতিক্রিয়া কী দেখা দিবে? কর ও দর—দুই এরই চাপ রাজ্য ও কেন্দ্রের পক্ষ হইতে। সুতরাং কাহার কাছে দাঁড়াইবে মানুষ? দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় আজ দেখা দিয়াছে 'নসিয়া' ও 'ইনসমনিয়া'। তবু ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিন আসিবে, সকলের মুখে সমৃদ্ধির হাসি ফুটিবে, সবুজে, শিল্পে চতুর্দিকে জাগিবে কর্মোন্মাদনা—এই আশায় রহিয়াছে আজিকার দারিদ্র্যনিষ্পেশিত বাঙ্গালী ও লক্ষ বেকারের কয়েক লক্ষ উপবাসী পরিজন। বাজেটের জন্য মূল্যবৃদ্ধি কাঞ্চনকুলীন ব্যাঙ্কস্ফীত মহাজনদের ঋদ্ধি ও স্বস্তির পথে কোন বাধার কারণ হইবে না কোনদিনই।

॥ সবুজ বই অবুঝ মন ॥

কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকরদয়াল শর্মা নাকি তাঁহার পকেটে সবুজ রঙের একটি বই সর্বদা রাখেন যাহা যোজনামন্ত্রী শ্রীডি, পি, ধরের মতে ডঃ শর্মার রক্ষাকবচ। কাগজের খবর। এটি কোন ধর্মপুস্তক বা কোন মহান নেতার বাণীসংকলন নয়; নোটবুক বা ডায়েরীও নয়। এটি বই-এর আকারে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার। ডঃ শর্মার মতে এই বই কাছে রাখার উদ্দেশ্য নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া না যাওয়া।

আশ্বাসের কথা এই যে, কংগ্রেস সভাপতি অন্ততঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি না ভুলিতে বদ্ধপরিকর। প্রতিশ্রুতিমত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়াছে; হইয়াছে রাজন্যভাতা বিলোপ ও বীমা-রাষ্ট্রীকরণ। কয়লা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে; জনহিতার্থে সংবিধানেরও সংশোধন হইতেছে। সবুজ বইটি পড়িলে ডঃ শর্মা আরও কিছু প্রতিশ্রুতির সন্ধান পাইবেন।

'গরীবী হঠাও'-এর জিগির হয়ত ডঃ শর্মার স্মৃতিতে আছে। কিন্তু সকলেই জানেন, সকলেই বড়লোক হইতেছেন। আমেরিকাই যখন গরীবী হঠাইতে পারে নাই, তখন ভারতের 'কা কথা'। গরীবী থাকুক, আমীরীও থাকুক; আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আর আজকাল যে সকলেই ধনী হইয়াছেন তাহার প্রমাণ: দ্রব্যমূল্য চরমে উঠা সত্ত্বেও তাহা কিনিতে হইতেছে। ভাবগতিকে মনে হইতেছে যে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিরোধের সাধু প্রতিশ্রুতি যাহা কেন্দ্রীয় ভোটযুদ্ধের প্রাক্কালে দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, সবুজ বইটি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। নইলে ডঃ শর্মার তাহা নিশ্চয়ই মনে থাকিত এবং সে সাধু প্রতিশ্রুতি পূরণের বাস্তব উদ্যোগ দেখা যাইত।

কেন্দ্রীয় রেল বাজেট, রাজ্য সরকারের বাজেট প্রভৃতির দরুণে আগেকার বৃদ্ধি পাওয়া দরের অনেক জিনিসই নূতনভাবে আবার দরায়িত হইবে, অর্থাৎ বর্তমান অগ্নিমূল্য আরও প্রচণ্ডভাবে অগ্ন্যুত্তাপিত মূল্য লইয়া হাজির হইবে। কে যেন একবার বলিয়াছিলেন যে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করার উৎকৃষ্ট পন্থা উক্ত দ্রব্য বর্জন। অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে দর না কমা পর্যন্ত সিমেণ্ট ক্রয় বন্ধ থাকুক, লৌহ ও ইস্পাতজাত জিনিস বয়কট করা হউক, কাগজে লেখা ও বই পড়া চলিবে না, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে হাত দেওয়া বারণ, আখের জন্য চিনি-গুড় না খাইয়া স্যাকারিণ খাওয়া হোক। আর সেল্‌স্ ট্যাক্স, সারচার্য প্রভৃতির দাপটে অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা চলিবে না। অতএব 'চলো মন.....'। কিন্তু যমুনার কথা বাদ থাক, গঙ্গায় ত 'নিরমল পানী' নাই যে 'শীতল হোগা শরীর'! সবুজ বইটি পকেটেই থাক।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

যে প্রতিশ্রুতি জঙ্গিপুর দিয়েছিল

"..... আমাদের জঙ্গিপুরের অন্তর্গত ধুলিয়ানেও কাগজ প্রস্তুত হয়। মহাদেবনগর নামক পল্লীগ্রামে কতিপয় মুসলমান, চট, পাট, নেকড়া ইত্যাদি ঢেঁকিতে কুটিয়া কাগজ তৈয়ারি করিতেছে। তাহারা দরিদ্র। যদ্যপি উপযুক্ত মূলধন ও নির্দ্দেশ-প্রাপ্ত হয়, তবে চলনসই কাগজ তৈয়ারি করিয়া আংশিকভাবে কাগজের অভাব মোচন করিতে পারে। অর্থবানেরা একটু তৎপর হইলে জঙ্গিপুরেও কাগজ প্রস্তুত হইবার ক্ষেত্র আছে। কিন্তু দেশের ধনাঢ্যদের সুদে যেমন রুচি, শিল্পে তেমনি অরুচি। শিক্ষিতগণ বুঝেন 'যেমন তেমন চাকরি ঘিভাত'। প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে 'যা কর আমেরিকা, যা কর জাপান'।

জঙ্গিপুর সংবাদ
১৬/১২/১৩২২ ইং ২৯/৩/১৯১৬

[জঙ্গিপুর মহকুমায় পাট-বাঁশ-ঘাস যথেষ্ট। কাগজ-শিল্পের সম্ভাবনা ছিল। দেশী জিনিসে অরুচি, বিদেশীতে রুচি থাকার জন্যেই কি মহাদেবনগরের কাগজশিল্পীরা সুযোগ পায়নি? সাতান্ন বছর আগে সে শিল্পীরা সুযোগ পেলে আজ মহকুমার একটা বিরাট অভাব পূরণ করা যেত।]

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

আমার সময়ে একটা নিয়ম ছিল কলিকাতায় নাটক দেখে এসে আমি team work তৈরী করতাম। এমন কি কলিকাতা শিল্পীদের চেহারা ও height দেখে আমি আমার দলের শিল্পী নির্বাচন করতাম। এটি আমার দোষই বলুন বা গুণই বলুন ফলে অভিনয়ে কখন মার খেতাম না।

যাই হোক "পথের শেষে"র পর ভূপেন বাবুর "বাঙালী" বই চরিত্রোপযোগী শিল্পী নির্বাচন করে মহলায় ফেলি। এই নাটকে অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় "ঠাকুরদা" ভূমিকায় খুব সুনাম অর্জন করে। নাটকটির বক্তব্য হচ্ছে, এক মধ্যবিত্ত সংসারে ছিল ৭ ছেলে ও এক মেয়ে। প্রতিটি ছেলে এক একটি অবতার বিশেষ। আমি মেজ ছেলে "সিধুর" ভূমিকায় নামতাম। কুস্তির আখড়া থেকে মাটি মেখে মঞ্চে এসে বাবাকে যখন বাদাম পেস্তার সরবৎ ফরমাইস করতাম ও সেই সঙ্গে ডন বৈঠকী দিতাম, তাই দেখে দর্শকমণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতালির দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করতেন। এই নাটক আমরা ১৪।১৫ রাত্রি অভিনয় করি। অম্বুজ মোক্তার ভিখারিণীর ভূমিকায় গানে খুব নাম করেছিল। এই নাটকের অধিকাংশ গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল আমরা সেই রেকর্ড থেকে গানের সুর তুলেছিলাম।

(১০)

বাঙালীর পর ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের সাবিত্রী নাটক ধরা হল। সেই সময় অমূল্য বাবু জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির Sanitary Inspector হয়ে এলেন। তাঁরই কথা মত সাবিত্রী ধরা হয়। বইখানির সংলাপ বড় কঠিন, সমাস জড়িত। তবুও মোটামুটি ভূমিকা বণ্টন করে মহলা আরম্ভ করলাম। এই বই জমাতে গেলে কিছু নাচ-গান দরকার। সেই সময় একটি ছেলে আমাদের দলে এল তার নাম সুধীর দাস ডাকনাম বোঁচা। সে নাচতে গাইতে পারে, দেখতেও খুব সুন্দর। মেয়ের ভূমিকায় তাকে এত চমৎকার মানাত যে সকলেই তাকে মেয়েছেলে বলে মনে করত। তাকে দিয়ে সখীর দল তৈরী করে নাচ গান শেখান হল। এই সময় আমাকে একবার কলিকাতা যেতে হয়। ষ্টার বোর্ডে তখন সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বরা' নাটক হচ্ছে। চরিত্রলিপি দেখে বুঝলাম সাবিত্রীও যা স্বয়ম্বরাও তাই। সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কেটে বই দেখলাম। দৃশ্যপট, সাজ-পোষাক, চরিত্রগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে এসে নতুন উদ্যমে মহলা আরম্ভ করলাম। যমের ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল শ্যামাপদ সরকারকে কারণ যম বলতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বেশ মোটাসোটা বীভৎস চেহারা কিন্তু কলিকাতার দুর্গাদাস বাবুকে যমের ভূমিকায় দেখে আমি শ্যামাপদ সরকারের পরিবর্ত্তে অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করলাম। সত্যবানের মৃত্যুর পর যমকর্ত্তৃক life নেওয়ার যে magic দেখে এসেছিলাম আমিও এখানে তাই করি। তারপর সত্যবান যখন যমের বরে পুনরায় জীবন ফিরে পেল তখন সে দৃশ্যে গভীর বনের দৃশ্যপট ছিল—সেই দৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়ে মনোরম পুষ্পোদ্যান ফুটে উঠল। দর্শকেরা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পম্পা সরোবরের দৃশ্যটি আমাদের মঞ্চমায়াকর স্বর্গীয় হরিপদ সরকার মহাশয় অদ্ভুতভাবে তৈরী করেছিলেন। সাবিত্রীর ভূমিকালিপি ছিল এই প্রকার—অমূল্যবাবু (অশ্বপতি), তারিণীবাবু (দ্যুমৎ সেন), আমি (মাণ্ডব্য ঋষি), গোবিন্দ গুপ্ত (সত্যবান), অম্বিকা (যম), বোঁচা (মালিনী), শান্তি (তম্বরু), অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঠুরিয়া), পঙ্কজ সরকার (সাবিত্রী) অন্যান্য ভূমিকায়—ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ, মণি দাস, জগবন্ধু মল্লিক প্রভৃতি। এই বইখানি মঞ্চস্থ করার পূর্বে আমি ৪।৫ খানি বিভিন্ন লেখকের সাবিত্রী নাটক পড়ে আমাদের নাটক Edit করি।

প্রথম প্রস্তাবনা—দৃশ্যে হরগৌরী কৈলাসে বসে আছেন সখীরা গান গাইছে, তারপর নারদ এসে বন্দনা করে চলে গেলেন। মোটর ব্যাটারী দিয়ে হরগৌরীর উপর আলো ফেলা হয়েছিল। আমার বন্ধু ও সহপাঠী স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ ভকত আমাদের মঞ্চাধ্যক্ষ ছিল। সে মোটর মেকানিক তাই আলো ফেলার কাজ মঞ্চে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। দেবেন রায় মহাদেব সেজেছিল, তাকে মানিয়েছিল যেমন বসে থাকার ভঙ্গীটিও হয়েছিল তেমনি চমৎকার। দর্শকেরা মনে করেছিলেন মহাদেব বুঝি মাটির তৈরী। আমার বাবা এই নাটক দেখে আমাদের খুব প্রশংসা করেন। পাইকর স্কুলের সাহায্যে আমরা পাইকরে এই নাটক অভিনয় করি ও ওখানকার দর্শকেরা আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিছুদিন পরে মন্মথ রায়ের সাবিত্রী নাটক বেরুল। ভারি সুন্দর নাটক। নাটকীয় রসে জমজমাট সুতরাং লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। যথারীতি মহলা দিয়ে বই মঞ্চস্থ করলাম। এই নাটকে আমি অশ্বপতি ও গোবিন্দ গুপ্ত সত্যবান, তারিণীবাবু দ্যুমৎ সেন, যম অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর পর কয়েক রাত্রি এই নাটকের অভিনয় হয়।

(ক্রমশঃ)

অবিবাহিতের নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার !

সাগরদীঘি, ২২শে ফেব্রুয়ারী—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এখানকার কাবিল সেখ (৩২) নামে একজন অকৃতদারকে জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

ভুল নাম-ঠিকানা লিখে কাবিলকে একটি নাম্বারবিহীন কার্ড দেওয়া হয়েছে। ঐ কার্ডে তার স্ত্রীর নামের জায়গায় গুলবানু সেখ হয়েছে এবং দশ বৎসরের একটি পুত্র, ৩ বৎসর ও ৩ মাসের দুইটি কন্যা দেখানো হয়েছে, ঠিকানার জায়গায় মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক এবং জিয়াগঞ্জ থানা লেখা হয়েছে। কাবিলের অস্ত্রোপচারকে কেন্দ্র করে এখানে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে কেন না স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তো দূরের কথা আদৌ তার বিয়েই হয়নি।

তাছাড়া সাগরদীঘি থানারই কোনও এক গ্রামের ২২ বৎসরের দুইজন অবিবাহিত যুবককেও নাকি ঐ একই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এই ঘটনায় সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সাগরদীঘি এলাকার কেসগুলি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তা না হলে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণের প্রতি জেলার বিধানসভা সদস্যদের আবেদন ঃ—

১২ই ফেব্রুয়ারী '৭৩ হ'তে এ অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে পরিবার পরিকল্পনার এক বিশেষ কর্ম্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই কর্ম্মসূচীতে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে পুরুষ অস্ত্রোপচার, বিনামূল্যে সুবিশেষ চিকিৎসারও ব্যবস্থা থাকবে।

জাতির এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বিপুল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে সব সমস্যার মূল এ কথা বোধ হয় আজ কারও বোঝবার বাকি নেই, তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ যে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যোগ্য দম্পতিরা নিজ নিজ পরিবারের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে এ সুযোগ গ্রহণ করতে অবশ্য এগিয়ে আসবেন। পরিবারের মঙ্গলের জন্যে কোন ব্যবস্থা কোন ধর্ম্মেই অন্যায় বা পাপ হতে পারে না। বরং আগামী দিনের নাগরিকদের সুস্থ সমাজে বাস করার সুযোগ আমাদের এনে দিতেই হবে। মনে রাখবেন পরিবারের অর্থাৎ মায়েদের এবং শিশুদের দায়িত্ব আজ আমাদেরই। যে পরিবারে দুটি বা তিনটির অধিক সন্তান সে পরিবারে কোনদিনই সুখ-সমৃদ্ধি আসতে পারে না। তাই পুনরায় এ অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে সরকারের তরফ থেকে পরিবার পরিকল্পনার এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণে সবাই এগিয়ে আসবেন। এ ব্যাপারে প্রত্যেককেই নগদ ৪০৲ টাকা ও ৪৲ টাকা গাড়ী ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বজাতির সমাজসেবীদের প্রতিও আজ আমাদের আবেদন যে তাঁরাও যেন প্রতিটি মানুষকে এ ব্যাপারে সজাগ করে তোলেন।

সমাজ থেকে গরীবি হঠাতে অর্থাৎ এক সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হন। পরিবার পরিকল্পনার কর্ম্মিরা আমাদের সেবায় সব সময় এগিয়ে আসবেন।

—ঃ স্বাক্ষর ঃ—

১। আবদুস সাত্তার	এম, এল, এ	৮। হরেন হালদার	এম, এল, এ
২। অতীশ সিংহ	,,	৯। সুনীল ঘোষ মৌলিক	,,
৩। আবদুল বারি বিশ্বাস	,,	১০। কুমারদীপ্তি সেন	,,
৪। হবিবর রহমান	,,	১১। আদ্যাচরণ দত্ত	,,
৫। এক্রামুল হক	,,	১২। নৃসিংহ মণ্ডল	,,
৬। ইদ্রিস আলি	,,	১৩। দেদার বক্স	,,
৭। শংকর পাল	,,	১৪। নাসিরুদ্দিন খাঁ	,,

(জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা বিভাগের সৌজন্যে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।)

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

বাজেটোক্ত অর্থসংস্থানের পথনির্দেশ ছাড়া আরও অর্থসংগ্রহে কাতুখুড়োর ত্রিসূত্র :

(১) সাধারণ নির্বাচনের জন্যে ভোটার হওয়া চাই-ই এবং ষোল বছরের হলেই ভোটার হতে হবে। (২) ভোটার লাইসেন্স ফী চালু করতে হবে। (৩) লাইসেন্স ফী বছরে ভোটার প্রতি কমপক্ষে ২৫ পয়সা।

* * *

অন্ধ্র ও আসাম অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে।

—'অ-আ'-তেই হিমশিম ?

* * *

একটি খবর : মুনাফাবাজির প্রতিরোধে সাধারণের উপযোগী **লোকবস্ত্র** নামে সস্তা কাপড় বাজারে ছাড়া হবে।

—গরীব গণতান্ত্রিক দেশে গণহিতৈষণায় এ হেন গণবাস ভূতবর্জিত সরষে হোক।

* * *

সাম্প্রতি খবর : পাক প্রেসিডেন্ট শ্রীভুট্টো নির্বাচিত বালুচ সরকার বরখাস্ত করে প্রেসিডেন্ট শাসন জারী করেছেন।

—'বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে।'

নাট্যানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে নবনির্মিত ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উদ্বোধন উপলক্ষে আজ সিরাজদ্দৌলা' ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'রামাখ্যাপা' ১লা মার্চ্চ 'বৈকুণ্ঠের উইল' ও ২রা মার্চ্চ 'সাজাহান' নাটক অভিনীত হবে। বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে আছেন—মহেন্দ্র গুপ্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী এবং অন্যান্য।

পৌরসভাকে বলছি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর পৌর-সভার অন্তর্গত ১৫নং ওয়ার্ডের ডাঃ অনন্তকুমার চন্দ্রের ডাক্তারখানার সামনে নর্দ্দমার উপরের 'স্ল্যাব'টির খানিকটা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কয়েকজন পথচারী বেশ জখম হয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

চিকিৎসকের কর্ত্তব্যপরায়ণতা

আমি গত ২৩।২।৭৩ তারিখ রাত ১টায় মারাত্মকরূপে অসুস্থ আমার মাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসি এবং সেই সময়ের Emergency বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বি, এন, দাসকে কলবুক পাঠান হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু না এসে একটি ওষুধের নাম লিখে বললেন "কাল দেখা যাবে।" কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ওষুধে কাজ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে যুবকংগ্রেস থানা সম্পাদক শ্রীরামাপদ দাস ও শ্রীস্বপন বড়ালকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার বাবুর ঘরে গিয়ে তাঁকে আসতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ মহানুভব ডাক্তার বাবু আমাদের অনুরোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে Call Book বহণকারী হাসপাতাল কমিটিকে পুলিশ ডাকতে বলেন এবং আমাদেরকে অসময়ে আসার জন্য বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দেন। এমতবস্থায় বাধ্য হয়েই আমরা S. D. M. O. ডাঃ ঘোষের কাছে যাই। তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর রোগীকে বহরমপুরে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও তাঁর স্বামীকে হাজার অনুরোধ করেও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পারেননি।

কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন—এই সব ডাক্তার বাবুরা আর কতদিন তাঁদের এই জাতীয় কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়ে যাবেন ?

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং গনকর

"Wanted a B. Sc. Asstt. teacher in dep. vac. for Bangabari H. School, P. O. Gangin, Dist. Murshidabad. Please appear for interview with application and original Certificates on 6. 3. 73 at 2 P. M."

N. Sinha, H. M.
25-2-73 Bangabari High School.

নোটীশ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ২৮৭/৬৭ অন্য

বাদী— আবদুর রহিম সেখ দিং সাং গোফুরপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ

বনাম

বিবাদী—(১) অনিশকুমার সিংহ রায় দিং (৪) সতীরাণী দেবী (৫) দুলুবালা দেবী পিতা মৃত উমাপতি রায় সাং জঙ্গিপুর C/o. অনিলকুমার রায় থানা রঘুনাথগঞ্জ প্রতি

এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বাদীগণ মৌজে ছোটকালিয়াই মধ্যে C. S. খতিয়ান ৪২৯ দাগ নং ১৪০৩ পরিমাণ ৯২ শতক মধ্যে ৮৬ শতক সম্পত্তির জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ সমন দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা সমনজারী এড়াইয়া থাকায় আপনাদের নামীয় সমন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ মতে জারীর আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী সন ১৯৭৩ সালের ২০-৩-৭৩ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া দর্শাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

By Order of the Court
Sd/- H. K. Roy, Sharistadar,
21-2-73 1st Munsiff's Court, Jangipur.

নোটীশ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

২০/৭২ মনি ২য়

বাদী—বেলড়িয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ পক্ষে সম্পাদক সদস্য ও স্বয়ং জয়চাঁদ দাস

বিবাদী—বঃ দিলীপকুমার সোম দিং

সাগরদীঘি থানার অধীন বেলড়িয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ পক্ষে সম্পাদক সদস্য ও স্বয়ং জয়চাঁদ দাস পিং ৺দ্বিজপদ দাস সাং বেলড়িয়া ডিং সাগর-দীঘি বেলড়িয়া নিবাসী তুফানচন্দ্র সোমের পুত্র দিলীপকুমার সোমের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে অনুমতি গ্রহণে

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

পৌরসদস্যের পদত্যাগ

জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্যতম পৌরসদস্য শ্রীবরুণ রায় গত ২৪-২-৭৩ তারিখ পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ-পত্রের অপ্রত্যয়িত অনুলিপি যা আমাদের কাছে শ্রীরায় পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, তাঁর অভিযোগ পৌরসভা পরিচালনায় অব্যবস্থার জন্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।

রেকর্ড পরিমাণ ভাগচাষ কেস

সাগরদীঘি, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—সাগরদীঘি জে, এল, আর, ও অফিসে ১৯৭২ সালে রেকর্ড পরিমাণ ভাগচাষ এবং রেকর্ডিং কেস জমে গিয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত কোন ভাগচাষ অফিসার না থাকায় কেশগুলির সমাধান সম্ভব হয়নি। ঐ বৎসর কেসগুলির সংখ্যা হল :—ভাগচাষ ৫৬টি, রেকর্ডিং ১১৮টি এবং বর্গাদার ১৬টি। আরও জানা গিয়েছে যে ঐ পরিমাণ কেস মুর্শিদাবাদ জেলার কোন জে, এল, আর, ও অফিসে জমা পড়েনি।

১ম পৃষ্ঠার পর, (বহরমপুরে ছাত্রপরিষদের ৮ম রাজ্য-সম্মেলন)

৩০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হবে। এক বৎসরের মধ্যেই কিভাবে পাঁচ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করা যায় সেজন্য আমরা একটি উপসমিতি গঠন করেছি। ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে আমরা যদি পাঁচ লক্ষ শিক্ষিত বেকারকে চাকরি দিতে না পারি তাহলে মন্ত্রী বলে আমাকে যেন খাতির করা না হয়—প্রকাশ্য রাজপথেই যেন আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়।"

বিদায়ী সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী বলেন যে, ছাত্র পরিষদ কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্যই নয়—সকলের জন্য। আজকে বহরমপুরে ছাত্র পরিষদের এই সিদ্ধান্ত আগামীদিন পঃ বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া সমাবেশে ভাষণ দেন ছাত্র পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য।

আজকের এই সমাবেশে লোক সমাগম হয় প্রচুর। সম্মেলন শুরু হয়েছিল গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে। আজ ছিল সম্মেলনের শেষ দিন। এই উপলক্ষে ছাত্রপরিষদ আয়োজিত শিল্প মেলাটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীসুব্রত সাহা। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৫ম পৃষ্ঠার পর, (জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত)

১৩৭৮ সালে সংঘের সদস্যগণ কর্ত্তৃক মাঠের ফসল রক্ষা কার্য্যের জন্য সংগৃহীত ধান্য যাহা তদানীন্তন সম্পাদক বিবাদীর নিকট গচ্ছিত ছিল উক্ত ২৫।৬ পঁচিশ মণ ষোল সের ধান্য অথবা তন্মূল্য বাবদ ৭৬২·০০ টাকা আদায় জন্য জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে ১৯৭২ সালের ২০নং মনি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন।

উক্ত মোকদ্দমায় সংঘের সদস্যগণ মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে আইনের বিধান মতে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

By Order of the Court
Sd/- S. K. Sarkar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur.

17.2.73

! সুদীপ ব্যানার্জীর ক্ষোভ ॥

বহরমপুর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ ব্যানার্জী আজ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্রের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী এই জেলায় সফরে এলে জেলা-সংগঠনের কোন কর্মীর সঙ্গেই আলোচনা করেন না। শ্রীব্যানার্জী দাবী করেন যে, এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই জেলায় এলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ চার ঘণ্টাও তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। শ্রীব্যানার্জী শ্রীমৈত্রের নিকট আরও অভিযোগ করেন যে, ইদানীং এই জেলার কয়েকজন এম, এল, এ তাঁদের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করছেন। জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের ঐরূপ আচরণ অবিলম্বে পালটানো দরকার।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।